বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্নময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যলয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অর্ন্তগত এস ই সি-টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত
প্রকল্প পত্র :- বাংলা সাহিত্য ও সমাজের চৈতন্য দেবের প্রভাব,

শিক্ষাথীর নাম:- পুতুল মন্ডল

সেমস্টার :- চতুর্থ

পত্র এস ই সি-টু

রেজিস্টেশন নং :-VU211040229 OF 2021-2022

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০১৪

শিক্ষাবর্ষ -২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Putul Mondal Roll: 1114152 No: 210014, Reg.No:- VU2110402 29 of 2021-2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Supervisors

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.-Nandigram, Purba Medinipur, Pin-721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
1	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	1-2
2	প্রকল্পের বিষয় নির্বাচন	
3	বিষয় পর্যালোচনা — বাংলা সাহিত্য ও সমাজে ইতিহাস দেহের প্রভাব	
4	সিদ্ধান্ত	
5	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
6	গ্রন্থপঞ্জি	

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

① প্রকল্প কাকে বলে।

=> কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে। প্রকল্প হল কোনো উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা পূর্বনির্ধারিত সময়ে ও নতুন পরিবেশে অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়।

② প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

=> প্রকল্প হল যে সমস্যাকেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

② উদ্দেশ্যভিত্তিক:- কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

③ সৃজনশীলতা:- প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

④ অভিনবত্ব:- প্রকল্পমূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়।

⑤ অনুসন্ধানমূলক কাজ:- প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানাবিষয়ের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে যেতে।

⑥ বাস্তবকেন্দ্রিক:- প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো সমস্যা কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

⑦ প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা। সহমর্মিতা। সমস্যা। ধৈর্য। আশা। দলগত নিষ্ঠা। সৃজনশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলীগুলি বিকশিত হওয়ায় সুযোগ সৃষ্টি হয়।

* প্রকল্প কত প্রকার?

=> প্রকল্প সাধারণত দুই প্রকার।

যেমন — (1) একক প্রকল্প

(2) দলগত প্রকল্প

প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্য:-

(1) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

(2) ছাত্রছাত্রীদের মৌখিক ভাব প্রকাশ করা, কৃষকদের দলবদ্ধ করা, মানুষিকতা বিকাশ সাধন করা।

(3) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা।

(4) ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো।

(5) ছাত্রছাত্রী সৃজনশীল বিকাশে সহযোগিতা করে।

প্রকল্পমূলক কাজের উপযোগিতা:-

প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানুষিকতা তৈরি হবে। প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে চিন্তা করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয় বস্তু নির্বাচন

আমার আলোচ্য বিষয় হল বাংলা সাহিত্য ও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব। মধ্যযুগে ষোড়শ শতকে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এই মধ্যযুগের প্রথমের দিকে তুর্কি আক্রমণে বাংলার সমাজ সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তার প্রভাবে তিনি বৃহৎ বৃহৎ সমাজ ও সংস্কৃতি সমস্ত কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ফলে চৈতন্যদেব বাংলার সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত সংকীর্ণতা, মূর্খতা দূর করে চৈতন্যদেব সমস্ত বাংলার মানুষকে একত্রিত করে তুলেছিলেন। তিনি কবে উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের বিভেদ ঘুচায়। প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ছিল সম্প্রদায়ের প্রতি মমত্ববোধ ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নানা পদের বিস্তার হয়েছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ পরিবর্তন হয়। তাঁকেই প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবনী সাহিত্য গড়ে তুলে। প্রচারিত মঙ্গল কাব্য। তাছাড়া বাউল, সাহিত্য, মাতৃসাধনা প্রভৃতি গান। মৃত্যুর পর থেকে বৈষ্ণবীয় প্রেম ভাবনার প্রকাশ লাভ করে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার জন্য আমি বাংলা সাহিত্য ও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়
বিষয় পর্যালোচনা

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ। যেমন- (1) প্রাচীন যুগ (2) মধ্যযুগ (3) আধুনিক যুগ। মধ্যযুগে একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো জীবনী সাহিত্য। যার। এখানে ব্যক্তি জীবনের কথাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম চৈতন্যদেবকে নিয়ে জীবনী সাহিত্য গড়ে ওঠে এবং এই জীবনী সাহিত্যের ধারায় উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচন দাস। তাদের গ্রন্থগুলি হল - বৃন্দাবন দাসের - 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের - চৈতন্য চরিতামৃত, জয়ানন্দের - চৈতন্যমঙ্গল।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- প্রাচীনযুগ (দশম–ত্রয়োদশ শতাব্দী)
- অন্ধকার যুগ
- মধ্যযুগ 1350 – 1800
  - প্রাক্‌চৈতন্যযুগ 1251 – 1500
    - বৈষ্ণবসাহিত্য
    - অনুবাদসাহিত্য
    - মঙ্গলকাব্য
  - চৈতন্যযুগ 1486 – 1800
  - চৈতন্যপরবর্তী যুগ 1500 – 1800
    - বৈষ্ণবসাহিত্য
    - অনুবাদসাহিত্য
      - ভাগবত
      - রামায়ণ
      - মহাভারত
    - মঙ্গলকাব্য
      - মনসামঙ্গল
      - চণ্ডীমঙ্গল
      - ধর্মমঙ্গল
      - অন্নদামঙ্গল
    - আখ্যান
    - অন্যান্য গীতিকবিতা
- আধুনিক যুগ 1800 – বর্তমান

আমার আলোচ্য বিষয় যেহেতু বাংলা সাহিত্য ও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু আদিমধ্য যুগে তুর্কি আক্রমণের প্রায় আড়াইশ বছর কাল বাংলা সাহিত্যে কোনো নিদর্শন মেলেনি। এই সময়কালকে অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এসময় তুর্কিরা বাংলাদেশ জয় করে। হিন্দু বৌদ্ধ দেবদেবী, শাস্ত্র, সংস্কৃতি, শিল্প কলা ধ্বংস করে তাদের প্রভাব মেতে ওঠে।

তুর্কি আক্রমণের ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালির মধ্যে এই সময় সৃষ্টি কার্যে আত্মনিয়োগ করা প্রচণ্ড অসম্ভব ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ঘোরতর অন্ধকারে চৈতন্যদেব এক নতুন যুগের সূচনা করলো। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হলো যেমন:—

চৈতন্যপূর্বযুগ:— বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য।

চৈতন্যযুগ:— চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী।

চৈতন্যযুগ:— বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি।

চৈতন্যদেব যেন বাংলা সাহিত্যে মরা গাঙে আবার সৃষ্টির বান ডেকে আনে। চৈতন্যদেবের আগে কোনো মনির মহিমা নিয়ে জীবনী সাহিত্য গড়ে ওঠেনি।

তাকে নিয়ে প্রথম জীবনী সাহিত্য গড়ে ওঠে। একথায় মধ্যযুগে সমস্ত ধারায় সাহিত্য চৈতন্য প্রভাবে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। আমার আলোচ্য বিষয় যেহেতু বাংলা সাহিত্য ও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব। তা নিয়ে আমি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করছি যেমন —

① চৈতন্য জীবনী
② সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব
③ সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

চৈতন্য জীবনী

চৈতন্যদেব এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকেই তিনি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার আদর্শের দ্বারা। চৈতন্যদেবের জন্ম হয় চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে। চারিদিকে অশান্ত। শোষণের দ্বারা জর্জরিত এমন সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ নদীয়ায় নবদ্বীপে 1486 খ্রিঃ 23 শে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যা লগ্নে। তার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতা শচীদেবী।

জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থাকতেন। বিদ্যাঅর্জনের জন্য নবদ্বীপে আসে। এবং শচীদেবীকে বিবাহ করে।

এখানেই থেকে যায়। চৈতন্যদেবের বাল্যকালে নাম ছিল নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। গায়ের রং কালো বলে গৌরসুন্দর বলে ডাকতেন বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' জীবনী কাব্য থেকে নিমাইয়ের বাল্যকালের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় নিমাই বাল্যকালে খুব দুরন্ত এবং চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। তার দুরন্তপনার জন্য পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই খুব বিরক্ত হতেন। নিমাই যখন একটু বড়ো হলো তখন তার বাবা মা পড়াশুনা শেখাতে চেয়েছিলেন না। কিন্তু নিমাই এতটাই দুরন্ত ছিল যে তার দৌরাত্মে বাধ্য হয়ে তাকে গঙ্গাদাসের পাঠশালে ভর্তি করতে।

তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা গেল অল্প দিনের মধ্যে সে বিদ্যাবুদ্ধিতে মাস্টারকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে দেয়। এতটাই সে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলেছিল। তার পাণ্ডিত্যের জোরে তিনি নবদ্বীপে একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করলেন এবং দূর দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র তার টোলে পড়তে আসত। তারপর এই ছাত্র সংখ্যাতেই কন্যা লাভ

বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে লক্ষ্মী দেবী সাপের কামড়ে মারা যায়। আবার কিছু দিনের মধ্যে তাকেও মারা যায়। চৈতন্য তখন বাড়িতে ছিলেন না তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে ফিরে মৃত্যু সংবাদ শুনে খুব দুঃখ করে কৃষ্ণ এই দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ মাকে সান্ত্বনা দেয়। আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসে কৃষ্ণ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন হয়ে যান। আবার সেই আগের মতই পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

এমন অবস্থায় যশোদা দ্বিতীয় পুত্র নিমাইকে নিয়ে। এবং নিতাইকে আবার সংসারি করার জন্য মেয়ে খুঁজতে লাগলেন মেষপর্যন্ত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পর সংসারে তার আর মন বসেনি। তার বিদ্যা চর্চা নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। এমন অবস্থায় যখন তার 23 বছর বয়স তখন পিতৃপিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াধামে গেলেন সেখান থেকে তার অন্তরের কৃষ্ণ বিষ্ণু পরিবর্তন আসে। তখন থেকেই তার মনে কৃষ্ণভক্তির জন্য পাগল হতে থাকে। কৃষ্ণ চৈতন্য দেব বিশ্বের শরীর কাছে হরিনামের গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন।

অবশেষে আবার নদীয়ায় ফিরে আসে এবং কৃষ্ণের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যে নবদ্বীপে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন। নবদ্বীপে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব স্থান সংগঠিত হয়। অন্যদিকে বৈষ্ণবদের কীর্তন বন্ধ করার জন্য হুকুম দেয়। মেষ পর্যন্ত কাজী তার হুকুম তুলে নেন।

এমন অবস্থায় চৈতন্য সিদ্ধান্ত নেয় সন্ন্যাস গ্রহণের। মাতা-পত্নীকে ছেড়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। কেশব ভারতী সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তখন তার বয়স 24 বছর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের উপর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি পুরীধামে যাত্রা করলেন। সেখানে অদ্বৈত পন্থী জ্ঞান মার্গের পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তার মহান ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে ভক্তিবাদ অনুসরণ করে।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র ও তাকে নিয়ে মেতে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে লাগলেন। ভারত বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায় এবং ভাবলেন যেখানের মতো মায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা। শ্রীচৈতন্য মায়ের সঙ্গে দেখা করে এবং 1513 খ্রিঃ দিকে তিনি আবার পুরীধামে ফিরে আসে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকতেন।

1533 খ্রিঃ মাত্র 48 বছর বয়সে চৈতন্য দেবের মৃত্যু হয়। তার এই মৃত্যু নিয়ে অনেক জল্পনা আছে। শ্রীচৈতন্য অনেক সময় কৃষ্ণ প্রেমে এতটাই বিভোর হয়ে থাকতেন যে দূরের নীল জলরাশিকে দেখে তিনি কৃষ্ণ ভেবে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অনেকে মনে করে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

আবার লোচন দাস ও জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জয়ানন্দ লিখেছে রথযাত্রার সময় রথের আগে আগে নৃত্য করতে করতে যাচ্ছিলেন তখন তার গায়ে ইটের টুকরো বিঁধে যায়। তার থেকে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল সেখান তার মৃত্যু হয়। এই বিবরণ যদিও বাস্তব বলে মনে হলেও অনেকে তার এই বিবরণ মেনে নিতে পারে নি। আবার অনেকে মনে করে পুরীর পাণ্ডারাই তাঁকে হত্যা করে তার মৃতদেহকে মন্দিরের দেওয়ালের সঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়। এই রকম নানা তথ্য প্রচলিত থাকলেও এখনো পর্যন্ত তার মৃত্যুর কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

সবমেলে বলা যায় চৈতন্যদেব ছিলেন খুবই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তার প্রভাবেই বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য বিরাট পরিবর্তন হয়। এজন্য চৈতন্য ভক্তিভাবের এক এক যুগকে নির্দেশ করে ছিল সেটা চৈতন্যযুগ নামে পরিচিত।

সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব

বাংলার জাতীয় জীবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যেন মত্ত চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে চারিদিকে অন্যায় অত্যাচারে মানুষ জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম নদীয়ায় নবদ্বীপে যিশু যেমন পাপে ক্লিষ্ট জগতের উদ্ধার হওয়ার জন্য। রামের জন্ম হয়েছিল রাবণ বধের জন্য। তেমনি যেন পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক ও নৈতিক প্রয়োজনে।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম যেন এক নতুন যুগের সূচনা করে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে প্রায় আড়াইশ বছর ধরে মুসলিম শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পাঠানে শাসনের ফলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম অস্তিত্বের বিপন্ন হয়েছিল। সাধারণ মানুষের উপর রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, উৎপীড়ন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমান শাসকদের নিষ্ঠুরতা ভোগ দাঁর মুল্লুক ভাব নীতি ও হিন্দুসমাজে অনুসৃত জনবিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, উচ্চনীচ জাতিভেদ, বাঙালীর জীবনে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন।

এক কথায় সমগ্র জাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

বাংলাদেশ ও বাঙালির সমাজজীবনে যখন এই অস্থিরতা, পরাজয়, অপমান চিকে থাকার আমার চিরায়ত ছবি। মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে ধূলিতে। তখন আদ্বিতীয় কোলে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা করে জাতিকে নতুন ভাবে বাঁচবার স্বপ্ন দেখালেন যিনি তিনি হলেন বহু মানবতার আদর্শ স্বরূপ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য কোনো অবতার ছিলেন না। তাকে যুগ প্রয়োজনে সমাজই অবতার রূপে চিহ্নিত করলেন। সমাজে যেসব সাধারণ মানুষ মুসলমানদের অত্যাচারে চিরায়ত। চন্দন ও মিশ্র বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় দুষ্ট ছেলে চৈতন্যদেব এই সব সাধারণ মানুষকে বুকে টেনে নিয়ে তাদের শিক্ষিত পথকে সুগম করলেন। তখন হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের চোখে তিনি অদ্ভুত স্থাপন করলেন। এছাড়া সাধারণ মানুষের জীবনী কাব্যে দেখি তার সঙ্গে আলাপ ছিল 'খোলাবেচা শ্রীধর', 'গন্ধবণিক চন্দন দত্ত', 'যবন হরিদাস' এদের তিনি মানুষের মর্যাদা দিয়েছিলেন। চিহ্নিত অন্ত্যজ পল্লীতে যেতেন চৈতন্যদেব।

কানন চৈতন্য ভারতে রয়েছে

এক গন্ধবণিক বলছে আপনি কি গন্ধ নিয়ে যান মাখুন ভালো হলে দাম দিয়ে যাবেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বন হিন্দুদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা সম্মানের পর তাঁর চৈতন্যদেবকে অন্যদৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখল।

চৈতন্যদেব ফিরে নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা সমতি স্থাপন করল। বহু সাধারণ কৃষিজীবি মানুষেরা তাদের জীবিকা খুঁজে পেল শুধু তাই নয় তৎকালীন রাজনৈতিক আকাশে ঝড় তুফানের মধ্যে শ্রীধরের ভাবগাম্ভীর্যময় চৈতন্য জীবনের আকুলতার নাম প্রেমাশ্রয়ী বৈষ্ণব সাধনা ও চৈতন্য সংস্কৃতি গৌড়বঙ্গ, উৎকল। দ্রাবিড়, মথুরা বৃন্দাবন, দ্বারকা, প্রয়াগ, রাজস্থানের একটি সুবৃহৎ ভাব পরিমণ্ডলের দানা বেঁধেছিল।

ব্রাহ্মণ ধর্মের সংকীর্ণতা ও অহমিকায় অভিমানি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী আত্মমান সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধরাও অনেক ব্রাহ্মণদের পীড়নে উত্যক্ত হয়ে একই পন্থা অনুসরণ করে। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম তাদের জন্য একটি নতুন ধর্মের সন্ধান দিল — যে ধর্মের জাতিভেদ নেই জাতিবিদ্বেষ নেই, মানে মানুষে ভেদ নেই আছে সাধারণ প্রীতি যেটি এক অহমিকার পরিচয়ে চিনমু।

এই অবস্থা যেদিন সমস্ত বাঙালী সমাজ দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করেছিল তিনি দেখালেন প্রেম সত্য কথা নয়, ধর্মই আসল সেজন্য তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম', এই বিশ্বাসে ব্রতী হলেন যা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

শ্রীচৈতন্য বলতেন, কলিতে হরিনাম মাত্র তাতেই মুক্তি। আর শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন 'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে, ভাল হইতে দূরে রহিবে, ভক্ত হইতে সাবধান হইবে আপনাকে মান করিয়া নিজে মান ত্যাগ করিবে।' এইভাবে শ্রীচৈতন্য সমাজের মানুষকে নানা ভাবে বুঝিয়ে সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটানোর চেষ্টা করে।

শ্রীচৈতন্যের সমাজ সংস্কারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল নাম সংকীর্তন। খোল ও মন্দিরার বাদ্য সংযোগে মানুষের মনে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এটি প্রাচীনকালে তাদেরকে আনার পর থেকে কোনো বিকল্প পন্থা বের হয় সেদিন ছিল না। শ্রীচৈতন্যের সময়কালে বিখ্যাত দৌলত কাজী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা বন্ধ করার জন্য তিনি কঠোর ভাবে আদেশ দেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও চৈতন্যের প্রেমধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

অর্থাৎ মানবের বৃহত্তম পরাজিত হয়েছে
বৈষ্ণবের কাছে। এমন কি যবন
হরিদাস মুসলিম হয়েও বৈষ্ণব প্রেমধর্মে
অনুপ্রাণিত হয়ে চৈতন্যের পার্ষদ গ্রহণ করে
ছিল। এমন কি সমাজে কুখ্যাত গুণ্ডা জগাই
মাধাই যারা সর্বসময় খারাপ কাজের সঙ্গে
যুক্ত তারা পর্যন্ত চৈতন্যের ভক্তিধর্মে অনুপ্রাণিত
হয়ে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মূলত এইভাবে সমাজে প্রেমধর্ম প্রচারের মাধ্যমে
সমাজ জীবনে দীর্ঘদিনের জমা ক্লেদ দূর হয়ে মুক্ত
হিন্দুরা চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলে চিহ্নিত
করেছিল। এক কথায় চৈতন্যদেব সমাজের ভুল
পথ থেকে ভক্তি ভক্তি করে অন্ধকার
দশা থেকে আলোয় নিয়ে আসেন। চৈতন্যদেব
খ্রিস্টের আসরে বৃষ্টি করলেন ভক্তিধর্ম প্রচারের
মাধ্যমে। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেছিলেন

"মূর্খ নীচ পতিত দুর্গতি যত জন
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন"

প্রেমধর্ম প্রচারে বহুদিনের লোলিত সামাজিক সামাজিক কুসংস্কার দেই পষ্ট হয়েছিল। মানুষকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েই তার সেবা করা যায় কীভাবে তা শ্রীচৈতন্যদেব দেখালেন

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ এই চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ভেদাভেদ ত্যাগ করে সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার প্রয়াসই ছিল তার সমাজ সংস্কারের আসল কাম্য। সাধনা যার দ্বারা তৎকালীন সমাজ বিস্ময় ভাবে চমকিত হয়েছিলেন। যখন হিন্দুর জীবন সাধনায় হিন্দু, মুসলিম, সংস্কৃতি সমন্বয়ের সম্ভাবনা ঘটেছিল। প্রাচীন প্রবাদ হিন্দুসমাজে ভেদমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চৈতন্যদেব যে সর্বমানবিক প্রেমধর্মের জোয়ার নিয়ে এলেন তখন হিন্দু মুসলমান নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সামাজিক সংকীর্ণতা ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে জাতীয় নবজাগরণ বেগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। এভাবে শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন দিক থেকে সমাজে তার কীর্তি আদর্শের দ্বারা রেনেসাঁর আসন লাভ করতে পেরেছিল।

সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব যে কতখানি রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গের আলোচনায় বলেছে —

"বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় তখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সময় আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশের সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেরই সেই রসের রসিকতা এমন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা, কত নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে ও সফলতায় দিক বর্ণন করিয়াছিল।"

এতদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যে পুরুষসিংহ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নাম রেখে গেল। চৈতন্যদেব কয়েকটি শ্লোক ছাড়া কিছুই লিখে যাননি। অথচ তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল যা একসঙ্গে চলল বাংলা সাহিত্যে। চৈতন্য আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্য চৈতন্যময়। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যপরবর্তী যুগ দুটি নামে চিহ্নিত হল। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল মঙ্গলময় দেবমুখী। চৈতন্য আবির্ভাবের পর সেই সাহিত্যে মানব মহিমার জয় ঘোষিত হল। দেব মন্ত্রি ও অলৌকিকতা প্রাধান্য লাভ্যায় সাহিত্যে মানুষের মানবতা স্বীকৃত হল।

নীলাচলে চৈতন্যদেব সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে তা নিম্নে চিন্তিত করছি —

বৈষ্ণব সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যে কয়েকটি ধারায় বাঙালি প্রতিভার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে বিশিষ্টতম ধারা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনী সাহিত্যের মধ্যে পদাবলী সাহিত্যরস শ্রেষ্ঠত্বের সংবোধ্য মিলবে। মধ্যযুগে মূলত চৈতন্য আবির্ভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। এই সময় চৈতন্যদেবের পাঁচ আদর্শে বৈষ্ণব পদ রচনা করে। এই বৈষ্ণব সাহিত্যে পর্যায়ে ভাগ হয়ে যায়। যেমন — ① চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবপদাবলী ② চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী।

① চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণব পদকর্তাদের আদর্শ ছিল ব্রিকৃষ্ণভক্তি। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবে তা পরিণত হল মধুর ভক্তিতে। স্মৃতিতর্ক নয় রাগানুভক্তির দ্বারা অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের মধুর সম্পর্ক। এর দ্বারা প্রভাবিত হল বৈষ্ণব সাহিত্য।

② চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ ছিল ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ। সংস্কৃত। অলংকার আছে। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে চৈতন্যপরবর্তী যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ আদর্শ হল চৈতন্যদেব।

③ চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে যেখানে রাধা কৃষ্ণের প্রেমে অগ্রাধিকার ছিল না। চৈতন্য আবির্ভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে অগ্রাধিকার হল।

এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হলো।

(4) চৈতন্যপূর্ব যুগের সম্ভোগাত্মক প্রেম চৈতন্য আবির্ভাবে মুক্তার রূপে পরিণত হলো। কারণ চৈতন্য ছিলেন মুক্তাবতার।

(5) চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীতে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ছিল না কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা চৈতন্যের মাধুর্যকে কেন্দ্র করে বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতা দিয়ে মানবিক রস সমৃদ্ধ পদ রচনা করলেন। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুন ধারা সংযোজিত হল। 'গৌরচন্দ্রিকা' ও 'অষ্টকালীয় নিত্যলীলা' নামে দুটি ধারা। চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণ। তাই গৌরনীরাঙ্গ রাধা কৃষ্ণের রাধা ছিলেন। বৃন্দাবন লীলার পদ গান করার জন্য গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হত অভ্যর্থনার জন্য।

"আজু কাম কি কেবলি নাগরীমেলে"

রাধামোহন

এরা অভিসার পর্যায়ে বলা মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব। গোবিন্দ দাস দুটি আদর্শে দুটি শ্রেণির পদ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। দুটি ভাবে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণব পদের বিচিত্র বিকাশ ঘটতে পারত না।

জীবনী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যপূর্বযুগে সাহিত্যে রাজা-রাজাদের জীবন চরিত্র কবিদের দ্বারা বর্ণিত হত। কিন্তু চৈতন্যের পর, প্রেমময় জীবন নিয়ে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম হলো জীবনী কাব্য। চৈতন্যদেব নিয়ে লেখা জীবনী কাব্যগুলি হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' মাধ্যমে কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং সংস্কৃত কাব্য শ্রীচৈতন্যের জীবন অবলম্বন করে রচিত কাব্যিক দিক থেকে নয়। সমকালীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে এর মূল্য সমধিক।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য পরোক্ষভাবে চৈতন্যদেব প্রভাব বিস্তার করেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ চৈতন্য আবির্ভাবের পর তাদের কাব্যে বন্দনা খণ্ডে চৈতন্য বন্দনা যুক্ত করলেন। এছাড়া প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যের মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর চরিত্র চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিদের নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অকথ্যপরতা হ্রাস পেয়ে এর স্থলে মঙ্গলকাব্যে অনেকটা হয়। চৈতন্য পরবর্তী দেব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দাসের মনসামঙ্গলে যুগের কবি দ্বিজবংশী মনসা চরিত্রে ইন্দ্রমুখীর স্নেহ ও প্রীতির স্পর্শ লাগে।

শিবমঙ্গলের প্রথম কবি রূপরাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও দ্বিজমাধবের কাব্যেও প্রতিফলিত। শিবের দয়ার ফলে ধনী হওয়া, কাব্যের প্রতিপাদ্য হতে পারে মানবিক সুর। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ধর্ম রামসুন্দর রূপটি [illegible]

চৈতন্য প্রভাবিত কোমলতার সম্পর্কে।

অনুবাদ সাহিত্য

মঙ্গল কাব্যের মতোই অনুবাদ সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙালির কাছে অতিপরিচিত। কৃত্তিবাস চৈতন্যের আগে রামায়ণ বাংলা করলেও পরবর্তী কালে তাঁর প্রভাব পড়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যে চৈতন্যের মধ্যে, মা-বোনের বেদনা, ভক্তি, কোমলতা প্রভৃতি। কৌশল্যা, সন্ত্যা মাত্রেরই নিষ্কলুষ লক্ষ্য করা গেল। কাশীরাম দাসের মহাভারতেও এই ভাবের চিত্রণ যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়, তাতে চৈতন্য প্রভাব। এছাড়া চৈতন্যের জীবনী নিয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য

চৈতন্য মহাপ্রভুর সার্বভৌম প্রভাব ও তার প্রবল ভাবের জোরে মঙ্গলসাহিত্য তার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারেনি। কোনো সমালোচক মনে করেন মঙ্গলকাব্যের সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষের পাঠ্যপুস্তকে ও চিত্রণে। চৈতন্য প্রভাবিত এই পর্যায় গীতি কবিতার কোমল স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়।

লোকসাহিত্য

বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোকগীতিতেও চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবটি ছিল বেশ গভীর। যেমন ভাদু গীতিকায় বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবের সমস্যাদি হয়ে উঠেছে। মুখ্য নয় বটে, কিন্তু গানে যে মানুষ হয়ে উঠেছেন তার মূলেও চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে সহজিয়া সম্প্রদায় প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী।

চতুর্থ অধ্যায়: সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্য ও সমাজে অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছেন। সমাজে বিভেদ ও অসাম্য দূর করে শ্রীচৈতন্য সমস্ত বাঙালি মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। ধর্মালোচনা দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়েছিল, কবি বর্ণ নির্বিশেষে নিম্নবর্গের মানুষদের সঙ্গে উচ্চবর্গের মানুষদের বিভেদ ঘুচিয়ে দেন। বাঙালী সমাজে ভক্তি আন্দোলন প্রথম উদ্যোক্তা বলা হয় শ্রীচৈতন্যদেবকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রথম জীবনী সাহিত্যের আবির্ভাব। চৈতন্য-সাহিত্যের আবির্ভাবের ফলে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে এক পরিবর্তন ঘটে। চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব কবিদের রচনায় কৃষ্ণ রাধার প্রেমলীলা বড় হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলেই বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব তৈরি হয়। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব যাকে ভক্তিরসতত্ত্ব বলা হয় তার ভিত্তি তত্ত্বের প্রভাবে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনাতেও চৈতন্যের ছোঁয়া লেগেছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ থেকে জ্ঞানদাস, বলরাম দাসের ন্যায় পদকর্তাদের মহাত্মা অন্যান্য চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলেই অনুবাদ কাব্য, মঙ্গল কাব্য, আকুমারাবলী ইত্যাদি সাহিত্যের সমস্ত ধারাতেই তার মুক্তির পথ থেকে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

দীর্ঘ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সমস্ত সবথা পাঠকের সেখান থেকে নানা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা আমার প্রকল্প রচনায় সাহায্য করেছে। বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমার এই প্রকল্পটি মূলত কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রন্থসূচি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস → ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রীসুকুমার সেন →

পঞ্চম সংস্করণ
এপ্রিল (2014)

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত → মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় →

ষষ্ঠ সংস্করণ
(2017-2018)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস → প্রাচী বিকাশ
~~অসিত~~ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya.

EXAMINED
[External]
2/9/23